সফর হলো শাস্তির অংশ।

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে মারফু‘ হিসেবে বর্ণিত, “সফর হলো শাস্তির অংশ।
তা তোমাদের কাউকে (অর্থাৎ সফরকারীকে) পানাহার ও নিদ্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। সুতরাং তোমাদের সফরের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলেই সে যেন তাড়াতাড়ি তার পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যায়।”
[সহীহ] [মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।]

রাসূল্লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, “সফর হলো শাস্তির অংশ “ অর্থাৎ আযাবের অংশ বিশেষ। এখানে আযাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সফরের কষ্ট থেকে সৃষ্ট ব্যথা-বেদনা; কারণ সফরে যানবাহনে আরোহণ ও পায়ে চলার কারণে অভ্যাসগত অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, “সফর তোমাদের প্রত্যেককে তার পানাহার ও নিদ্রায় বিঘ্ন ঘটায়।” এর অর্থ হলো, সফর ব্যক্তিকে পূর্ণ রুচি ও স্বাদের সাথে পানাহার ও নিদ্রায় বাঁধা দেয়। কেননা তাতে রয়েছে কষ্ট, ক্লান্তি, অতি গরম ও অতি ঠাণ্ডা, ভয়-ভীতি, পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং নিরানন্দ জীবন। মুসাফির সর্বদা তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যস্ত থাকে। সে স্বাভাবিকের মতো পানাহার, ঘুম ও বিশ্রাম নিতে পারে না। সুতরাং সফরে যেহেতু এ ধরণের কষ্ট-ক্লেশ রয়েছে তাই কেউ সফরে বের হলে সে যেনো দ্রুত তার প্রশান্তির জন্য পরিবার-পরিজন ও দেশে ফিরে যায়, যাতে সে তার পরিবারের দেখাশুনা ও তাদের আদব-কায়েদা শিক্ষাসহ অন্যান্য প্রয়োজন মিটাতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, “তোমাদের সফরের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে সে যেন তাড়াতাড়ি তার পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যায়।” হাদীসে বর্ণিত ‘আন-নাহমাহ’ অর্থ প্রয়োজন ও লক্ষ্যবস্তু।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/5404